R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে আষাঢ়, ১৪১৮।
৬ই জুন ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ভাগীরথী ব্রীজের নিচের জবরদখলকারী জায়গায় ব্যবসায়ীরা কিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলো ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের ভাগীরথী ব্রীজ তৈরীর আগে ঐ রাস্তার দু'পাশ জবরদখল করে রাস্তার পরিসর অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেয় ব্যবসায়ীরা। ব্রীজ তৈরীর প্রয়োজনে ঐ সব ব্যবসাদারদের উচ্ছেদ করা হয়। এখন যেমন ফুলতলা সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সের অবস্থা। সেখানেও জবরদখলকারীদের নামের সাইনবোর্ড এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। পাশাপাশি ব্রীজের নিচটা সম্পূর্ণ দখল করে যারা নানা ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছে, ব্যবসার স্বার্থে চলাচলের রাস্তায় বেঞ্চ, বৃষ্টির জল রুখতে সেড দিয়েছে, এমন কি ব্রীজের ওপরের জল বার হবার ফুটোগুলো পর্যন্ত ঐসব ব্যবসায়ীরা বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে ব্রীজে ও সংলগ্ন রাস্তায় ঐ সব বন্ধ জল জমে উভয়েরই ক্ষতি করছে। কেউ দেখার নেই। নেতাদের ইন্ধনে ব্রীজের নিচের জায়গা দখল করে দোকান পিছু লক্ষ লক্ষ টাকা সেলামি আদায় করলো কিছু মাস্তান। থানার মদতে ব্রীজের নিচ দিয়ে যাতায়াতের বেশীরভাগ রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ব্রীজ মাফিয়ারা ঘর তৈরী করে দিয়ে মোটা টাকার দাঁও মারলো। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর কথা – পুরসভার পক্ষ থেকে পূর্ত দপ্তরের কাছে ব্রীজের নিচে নানা ধরনের দোকান করে দেবার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম। সেখানে আশপাশের উচ্ছেদকারী দোকানদারদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কিন্তু সে প্রস্তাব পূর্ত দপ্তরের অসহযোগিতায় বানচাল হয়ে যায়। দপ্তর থেকে জানানো হয় ব্রীজের নিচে দোকানঘর করে ঘিরে দিলে ভবিষ্যতে ব্রীজের ক্ষতি হবে। মৃগাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ব্রীজের নিচের ব্যবসায়ীদের ট্রেড ট্যাক্স আদায় নিয়ে। উত্তরে তাঁর বক্তব্য – পুর এলাকার মধ্যে ব্যবসা করলেই ট্রেড ট্যাক্স দিতে হবে। এর জন্য কোন হোল্ডিং নম্বর লাগে না। এখানে ব্যবসায়ীর (শেষ পাতায়)

ভেজাল-পাচার ও কালোবাজারীতে ধুলিয়ান এখনও জেলায় প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গা নদীর তীরবর্তী ধুলিয়ান শহরের ওপারেই বাংলাদেশের বর্ডার। ক্ষমতাসীন নেতা ও পুলিশের মদতে সেখানে বার মাস প্রকাশ্যে গরু, চাল, গম, চিনি, কেরোসিন, পেঁয়াজ ইত্যাদি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সবের বিরুদ্ধে কোন গণ আন্দোলন নেই। ধুলিয়ান শহর থেকে ডাকবাংলো মোড় পর্যন্ত এলাকায় ৩০/৩২টি হলুদ পেষাই মিল সব সময়ের জন্য ব্যস্ত। সেখানে হলুদের সঙ্গে চালের গুঁড়ো, ধানের তুষ, অস্বাস্থ্যকর রঙ, নানা কেমিক্যাল মিশিয়ে স্থানীয় বাজার ও আশপাশ এলাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভেজাল সরষের তেল, নকল কোল ড্রিংস এর ব্যবসা চলছে ধুলিয়ানের বুকে। বিহারের এক ব্যবসায়ী স্থানীয় কলাবাগান নিষিদ্ধপল্লী এলাকায় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর ৫ লিটারের ফাঁকা সিলিণ্ডার ফিলিং করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই সব ব্যবসায়ীদের মদতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পুলিশ প্রশাসন সবাই জড়িত। সব জায়গায় টাকার ভাগ যাচ্ছে।

ওজনে কম নিম্নমানের চাল দেয়ায় প্রধান ও ডিলার ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের গাজিনগর মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় মাহারা ও ঐ এলাকার রেশন ডিলার অরূপ দাসকে ৪ জুলাই বি.পি.এলে ওজনে কম ও নিম্নমানের চাল দেয়ার অভিযোগে এলাকার লোক পঞ্চায়েত দপ্তরে পাঁচ ঘন্টার ওপর বন্ধ করে রাখেন। স্থানীয় বিডিও এবং ও.সি পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওদের ঘেরাও মুক্ত করতে গেলে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে বি.ডি.ও-র বচসা হয়। শেষে বিডিও প্রতিশ্রুতি (শেষ পাতায়)

ধুলিয়ান শহরে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলে ডোবা রাস্তার সংস্কার, এলাকাকে জল মুক্ত করা ও রাস্তায় আলের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবীতে স্থানীয় নাগরিকরা ৪ জুলাই ঈশা কোম্পানীর মোড়ে কয়েকটি জায়গায় রাস্তা অবরোধ করেন। পথচারীদের সঙ্গে এই নিয়ে বিক্ষোভকারীদের হুজ্জৎ হয়। তিন ঘন্টার ওপর রাস্তা বন্ধ থাকে। শেষে সামসেরগঞ্জের ওসি এসে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাস্তা উঁচু করা ও এলাকাকে জলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

রথের মেলায় কোন অশান্তি নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহাবীরতলার বাজার সংলগ্ন এলাকায় রথের মেলা পুলিশী তৎপরতায় এবার নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ওখানকার রবি দাসের তেলেভাজার দোকান থেকে পুলিশ প্রায় ৪০ বোতল মদ আটক করে। রবি পালিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সেখানে জুয়ার আসরও বসেনি, মদ্যপদের বেলেল্লাপনাও বন্ধ থাকে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৮

মধ্যযুগীয় অমানবিকতা

এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় রহিয়াছে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং পুরুষ শাসন। বহুকাল হইতে তাহা চলিয়া আসিতেছে। সময়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের রক্ত চক্ষুর শাসানির কোন রকম হেরফের হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু সনাতনি মানসিকতার তেমন একটা পরিবর্তন ঘটে নাই। মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার মনুষ্যত্ববোধ। প্রমথ চৌধুরীর একটা কথা প্রসঙ্গতই মনে আসে - মানুষ সভ্য হইলেও মানুষই থাকে, সভ্য মানুষের সত্তার মূলে রহিয়াছে আদিম মানব। এই আদিম মানব অমানবিক এবং পাশবিক। মানুষের মধ্যে থাকে সর্বনাশা এই মানুষ। বনফুলের ভাষায় 'সুখসুবিধাপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে আমরাও ভিতরে ভিতরে পশু ; বিপদে পড়লে আমাদেরও পশুত্ব প্রকট হইয়া পড়ে'। শুধু তাহাই নহে , অন্যকে বিপন্ন করিতে পারিলে মান হুঁশ যুক্ত মানুষ আদিম আনন্দ বোধ করি। সকলেই করেন তাহা নহে। গড়পড়তা মানুষ। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে গড়পড়তা মানুষের ইচ্ছায় কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা হয় সাধারণত। গড়পড়তা মানুষের ইচ্ছার সমষ্টি নাকি সমাজ। আর আমরা এই সমাজের মানুষ। এই সমাজের পুরুষের প্রাধান্য। নারীরা তাহাদের ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে অনেকটা বলির পাঁঠার মত অসহায়। ভুলিয়া যাই নারী আমাদের কন্যা, জায়া এবং জননী। ভুলিয়া যাই-'জীবনের আকাশে যখন রিক্ততার পূর্ণ গ্রাস দেখা দেয়, সেই নিঃসীম অন্ধকারে একটি মাত্র আলোর রেখা তখনো বেঁচে থাকে। সেটি মায়ের মুখ।' অথচ তাহারা আজ নানাভাবে অত্যাচারিত, নিগৃহীত। এখনও বিবাহের আসরে নারীর মূল্যমান 'টাকার থলি' হিসাবে। এখনও চলে বধু নির্যাতন, বধু হত্যা। এখনও সমানভাবে চলে রাস্তায় পথে ঘাটে দুরভাষে দুঃশাসনীয় ইভটিজিং। দ্রৌপদীর মত এখনও নির্যাতিতা নারীরা। এখনও মিথ্যা অপবাদ দিয়া সুস্থ মানুষকে ডাইনী সাজাইয়া তাহার উপর পাশবিক নৃশংসতা দেখান হয়। এখনও ব্যাভিচারের মিথ্যা কলঙ্ক এবং অপবাদ দিয়া নারী চরিত্রকে কলুষিত করিতে সমাজ মানসের চেতনায় বিন্দুমাত্র বাধে না।

আমরা মানুষ হইয়াছি – কিন্তু আমাদের আচরণে সেই 'মান' এবং 'হুঁশ'-র কোন পরিচয় নাই। একবিংশ শতকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আমরা মানুষেরা আমাদের চিত্তলোক এবং চেতনালোককে কতটুকু আলোকিত করিতে পারিয়াছি ? এখনও আমাদের সামাজিক আচার আচরণে মধ্যযুগীয় অমানবিকতার স্পষ্ট প্রকাশ।

সমাজে ভোগবাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহাদের হাতে বিপুল বৈভব এবং ক্ষমতার দন্ড রহিয়াছে - জীবনান্দীয় ভাষায় বলিতে হয় – 'যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই - প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া'।

মধ্যযুগীয় মানসিকতার এই আদ্ভুত আঁধার হইতে কবে উওরণ ঘটিবে আমাদের চৈতন্যের কে জানে ?

দেশের কথা !

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। কথাটি যে অতি সত্য তাহা পরাধীন ভারতবাসী নিত্য জীবনে নানা দিক দিয়া প্রত্যহ অনুভব করিতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকিতে পারে কিন্তু পেটনীতি আছে। পরাধীন জাতিরও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে – তাহারাও পেটে খাইয়া পরিধানের বস্ত্র পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। জগতের নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক অতি কঠোর পেটের নীতি হইতেই অন্যান্য যতসব উচ্চাঙ্গের নীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আগে খাইবার, পরিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার নীতি জানিতে চাহিবে – তারপর সে অন্য নীতির কথা কহিবে। এই মূল নীতিটাকে নিজ নিজ সুবিধামত প্রাধান্য দিবার জন্যই শক্তিশালী জাতিরা ইচ্ছামত আরও বহু প্রকার নীতি সৃষ্টি করিয়া ঐ নীতিটারই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্থান যতই কিছুমাত্র পাইতেছে না, পেটের জ্বালায় সে ততই আরো অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভাবজনিত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া কিভাবে কি নীতি ফুটিয়া উঠিবে কে জানে ?

আমাদের দেশে খাইবার পরিবার অভাব কোন দিন ছিল না। এখনও দেশের উৎপন্ন শস্য সম্পদ যাহা দেখা যায়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক যে না খাইয়া মরিতেছে – অসহনীয় দারিদ্রের জ্বালায় মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, দারিদ্র্যজনিত ব্যাধি-পীড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে – এমন হইবার কথা নয়। দেশের এমন শস্য সম্পদ থাকিতে তবে দেশবাসীর ভাগ্যে তাহা জোটে না কেন – কারণ শুনি Exploitation শোষণ – বাহির হইতে এমনভাবে শোষণ চলিতেছে যে ভারতীয়ের এই শস্য সম্পদ সেই শোষণ যন্ত্রের মধ্যে গিয়া এমনভাবে পড়িবে যে তাহাতে তাহাদের আর কোন হাত বা আশা থাকিবে না। এই ব্যাপার ভারতের বরাবর চলিতেছে – তাহার ফল ভারতীয়ের নানা দুর্দশার মধ্য দিয়া নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে।

ভারতীয়ের ব্যবসা বাণিজ্য(পরের পাতায়)

চিঠি পত্র

মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব

কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে প্রসঙ্গে

গত ২৯ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা নিয়ে একটা সংবাদে আমার নাম বার হয়েছে। এটা সত্যি না। আমরা বরাবর কংগ্রেস করি। এখনও ঐ দলের একজন সক্রিয় কর্মী হয়েই আছি। ৭ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কংগ্রেসী কাউন্সিলার পারভিন বিবির পরিবারের আমি একজন।

বাবলু সেখ, ছোটকালিয়া

হাতে রইল দুই

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

আপাততঃ হাতে রইল দুই। আরও ৭৩০টা দিন আর ৫৪টা সংখ্যা – তারপরই হবে শতবর্ষ – সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনার ক্ষেত্রে সেটাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নজির। ১৯১৪ সালে অনন্য সাধারণ ব্যতিক্রমী এক পুরুষের জীবনকে বাজি রেখে যে পত্রিকার জন্ম ২০১১ তে তা ৯৮ বছরে পা দিল। কাগজ একদিন যাঁকে পথে নামিয়েছিল দু'বছর বাদে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাংলার সংবাদপত্র জগতের বহু মানুষই হয়ত পথে নামবেন। অনন্য সাধারণ সেই পুরুষ শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে তাই পত্রিকার জন্মলগ্নে সশ্রদ্ধ প্রণাম। প্রণাম তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিনয়কুমার পণ্ডিতকেও। কারণ যে দেশে পিতার মৃত্যুর পরই পিতার সমস্ত কৃতকর্মকে পুঁজিতে পরিণত করে ভবিষৎ জীবনের সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা অর্জন একটা প্রচলিত, জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ধারা, সে দেশে পিতার জীবনব্রতকে অনুসরণ করে যাওয়া নিরলসভাবে তাও নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রমী শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরাধিকারীও – পিতামহের পথকে অনুসরণ করে ব্যক্তিগত বহু কৃচ্ছসাধন যা অনেকেরই অজানা – তিনিও শ্রদ্ধেয়। এই তিনের হাত ধরেই ১০০ বছর পেরোবে জঙ্গিপুরের গর্ব – 'জঙ্গিপুর সংবাদ'।

১৯১৪ সাল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছর। সে বছরই জন্ম হয়েছিল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর। পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবেদনেই ছিল ব্যতিক্রমী প্রয়াসের ইঙ্গিত। "দেশের ও দশের উপকার করিবার জন্যই এই সংবাদপত্রের অবতারণা। আমাদের এই লক্ষ্য সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া আমরা সকল কার্য্য করিব। যাহাতে জলকষ্ট প্রপীড়িত স্থানের জনগণের কষ্টের কথা যথাস্থানে উপস্থিত হয়, সাধারণের যাতায়াতের পথঘাট যাহাতে সুরক্ষিত হয়, যাহাতে লোকশিক্ষার বিস্তার হয় ; যাহাতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় ; ব্যাধি-প্রপীড়িত স্থানের বিপন্ন জনগণের আর্তনাদ সদাশয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আইসে ; যাহারা নিজের দুঃখ-দুর্দশা জানাইতে জানে না এইরূপ শত শত নিরক্ষর নরনারীর করুণ ক্রন্দন যাহাতে সদাশয় গভর্ণমেন্টের নিকট পৌঁছায় তজন্য আমরা সদাসর্ব্বদা চেষ্টা করিব।" দীর্ঘ ৯৮ বছরের ইতিহাসে এই ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে বহুবার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' মানুষের লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই নজির যেমন রয়েছে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সম্পাদক থাকার সময়ে তেমনি রয়েছে হাল আমলেও।

এ প্রসঙ্গে দুটি নজির উল্লেখ করাই যেতে পারে। কার্ত্তিকচন্দ্র সাহাকে 'কং জং মিং' করেছিলেন দাদাঠাকুর। কং জং সিং মানে কমিশনার, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি। তার সমর্থনে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাতে প্রকাশিত বহু সংবাদের একটির সামান্য উদ্বৃতি দিলেই বোঝা যাবে যে একসময় নাগরিক প্রশাসনে ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশের পুঁথিগত শিক্ষায় আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজের অন্য অংশের মানুষের প্রতি দৃষ্টিকোণ কি ছিল। আর তারই বিপরীতে দাদাঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কি ছিল ? ১৯২২ সালে পত্রিকার (পরের পাতায়)

দেশের কথা

(২য় পাতার পর)

সব পরহস্তগত। নানা বিদেশী পণ্যের ভারতে একচেটিয়া রাজত্ব। পরদেশীয় দ্রব্যাদির এমন প্রাবল্য জগতের আর কোন দেশে বোধ হয় নাই। ভারতীয়ের শিল্প বাণিজ্য পূর্বে যাহা ছিল – দেশের অভাব তাহাতে যথেষ্ট মিটিত, আজ দেশের সে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত কোথাও প্রায় লুপ্তভাবে রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিম্বা আমলাতন্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বে তাহাদের এই দুর্দশা। দেশের বয়ন শিল্প প্রভৃতি এই ভাবে গিয়াছে। বিদেশী বণিকদের হাতে অর্থ – তাহারা এই দেশের কাঁচামাল সব সস্তাদরে ইচ্ছামত কিনিয়া তাহা হইতে নানা দ্রব্য জাত করিয়া পরিপাটি শিল্প হিসাবে জগতের বাজারে চালাইতেছে – ভারতের বাজারেই আবার তাহার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। শস্যের ও পণ্যের ফলন করিবে ভারতবাসী কিন্তু তাহার ফলভোগী হইবে বেদিশী বণিককুল – এ ব্যবস্থা বরাবরই চলিবে – ইহার প্রতিকারের উপায় কিছুতেই হইবে না।

ভারতের কয়লা আসিবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অথচ বাংলায় অজস্র কয়লার খনি। সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে কয়লা এখানে আসিয়া যে দরে বিক্রীত হইবে বাংলার কয়লা বোম্বাইতে গিয়া বিক্রী হইতে তার চেয়ে বেশী দাম পড়িবে। দেশী জিনিস দেশের অভাব মিটাইবার জন্য চালান দেওয়ার এমনি সুব্যবস্থা ! এইভাবে অনেক দেশীয় জিনিসের ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উপায় কি ! ট্যাক্স, রেলভাড়া ইত্যাদির মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় জিনিসে এমন চমৎকার অসামঞ্জস্য এ যুগে চলিতে পারে কি ? কিন্তু তাহাও এদেশে সচল !

অন্যান্য দেশের লোক এদেশে আসিয়া নবাবের মত বাস করিবে। অর্থ সম্পদ অর্জন করিবে, যেমন ইচ্ছা বুক ফুলাইয়া চলিবে – অথচ এদেশবাসী অপর কোন দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বার বার পরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে ও বার বার কুকুর বিড়ালের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে।

যে দেশবাসী ভারতবাসীদের মানুষের অধিকার দিতে একেবারে গররাজি, ভারতবাসীকে যাহারা ঘৃণা করে, সেই দেশবাসীর অজস্র কোটি কোটি টাকার পণ্য ভারতের বাজারে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যাইবে – ভারতবাসী তাই হাসিমুখে কিনিবে – বিলাস ও আনন্দের দ্রব্য করিবে। তাহাদের পণ্যের বাজার এখানে তাহারা জোর চালাইবে – দেশবাসী বা দেশের বিধি বিধান তাহাদের বাধা দিবে না। এমনি চমৎকার বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ !

চোখের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লৈব্য ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙ্গিয়া এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় না। তাই অন্যায় দেশবাসীর ঘাড়ে ক্রমশঃ আরো জাঁকিয়া বসিতেছে। ভারতীয়ের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত, অথচ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পরের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি নিজ দেশে বিস্তার করিবার জন্য তাহাকেই অর্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় পরদেশী বাণিজ্যের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেশীয় কাগজে ঘোষণা করিতে হইবে। কৌন্সিলে আবার ইহাই লইয়া দেশীয় কৌন্সিলদের দায়িত্ব ও মর্যাদা জ্ঞানের দোহাই দেয়া হইয়াছে। ভারতীয়ারা অর্থ-সামর্থ্য-প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবে অথচ ভারতীয়দের সম্মান – সম্মান দূরের কথা আশু প্রাণঘাতী নীতি যাহা সামাজিক বিধান অনুসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহার এতটুকু ব্যত্যয় কোন প্রকারে হইবার নহে।

(রচনাকাল ঃ ১৩৩৬ সাল)

হাতে রইল দুই

(২য় পাতার পর)

৭ম বর্ষের ১০ম সংখ্যায় দাদাঠাকুর কার্ত্তিকচন্দ্রের নির্বাচনে জয়লাভের সংবাদ প্রকাশ করে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন "এই নির্বাচনে একটি আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে যেহেতু নির্বাচিত ব্যক্তি শিক্ষিত ও ধনাঢ্য নহে। তবে সাধারণের ভৃত্য হইবার যোগ্যতা যদি ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ছয় আনা দিলেই হয় তবে তাহাকে অযোগ্য বলা যায় না। করদাতাগণ যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করেন – তিনিই যোগ্য। শুধু কমিশনার হইলে হয় না, দেশের কাজ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কার্তিকচন্দ্র সাহা জনৈক পার্ব্বতী কুমার সেনকে পরাজিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় নজিরটি স্বাধীন ভারতবর্ষের দেশশাসন নিয়ে পত্রিকার মূল্যায়ন। দাদাঠাকুর ১৯৬৩ সালের মে মাসে বা ১৭ই বৈশাখ, ১৩৭০ এ 'স্বাধীনতার স্বাদহীনতা, সাধহীনতা' শিরোনামে যে সম্পাদকীয়টি রচনা করেছিলেন তা বোধ হয় আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। "বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভ করিবার আগে স্বনামধন্য স্বর্গত নেতা মতিলাল নেহেরুর একমাত্র কৃতবিদ্য, সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্র বর্তমানে স্বাধীন ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করি – স্বাধীনতা পাইলে এবং ভারতের শাসন হাতে পাইলে যে সব কার্য সুসম্পন্ন করিবেন বলিয়া জোর গলায় অজস্য ভাষণ দিয়াছিলেন, যদি সে সব রচনামৃত টেপ রেকর্ড রাখিয়া আজ পণ্ডিতজীকে সেই রেকর্ড বাজাইয়া শুনানো যাইতো তবে তাহা শুনিয়া নিজেই লজ্জায় অধোবদন হইতেন। তবে আমাদের বিশ্বাস লজ্জা বলে যে দুর্বলতা তাহা পণ্ডিতজীর মত বীরপুরুষের নাই বলিয়াই মনে হয়।"

জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনে প্রেস সেন্সরশিপের কোপে পড়েছে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। সে সময় পত্রিকার হয়ে লড়াই জারী রাখার জন্য নিয়মিত জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর দৌড়েছেন পত্রিকার সম্পাদক। ১০০ বছরের ইতিহাসে সেই গৌরবজনক লড়াইয়ের উল্লেখও থাকবে। যতই আজ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হিসাবে সত্তরের দশকের সেই কালো দিনের রক্তচক্ষুধারীরা আজ গলার রগ ফুলিয়ে চীৎকার করুন না কেন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সেই অপপ্রয়াস, আর সেই অপপ্রয়াসের প্রধান কুশীলবদের নাম। তেমনি রঘুনাথগঞ্জ থানার জনৈক ও.সি.'র খামখেয়ালীপনা এবং স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে কলমকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আদালতে মানহানির মামলা এবং তার পরের পর্বও তো ইতিহাস। তেমনি ইতিহাস হয়ে থাকবে শিশুখাদ্যে ভেজাল দেবার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধ পত্রিকার লড়াই। বারে বারে আদালতের বৈধ এবং শক্তিমানের অবৈধ চাপেঅভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে জঙ্গিপুর সংবাদ। সমৃদ্ধ হয়েছে শব্দটা সচেতন ভবই প্রযুক্ত। কারণ লড়াই এর পথ ধরেই পূর্ণতা পায় একজন মানুষ। আতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও নতুন লড়াই-এ নিজেকে যুক্ত করার অনুপ্রেরণায়-সানিত হয় তরবারি। আর যে প্রতিষ্ঠানে কলমই তরবারি সেখানে প্রটি লড়াই তো প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে।

সেই সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি গৌরবজনক মুহূর্তেপৌঁছতে আরও দু'বছর বাকী। আপাততঃ সেই দু'বছরের প্রতিটি দিনই কে প্রতীক্ষার। শততম বর্ষের প্রথম সংখ্যার শিরোনাম হোক – জঙ্গিপুরসংবাদ ১০০। একাই একশো – দাদাঠাকুরের প্রতি সেটাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রাঞ্জলি।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে অসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

আবার তৃণমূলের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল টাউন কমিটির সভাপতি গৌতম রুদ্রের নেতৃত্বে গত ২৮ জুন ডেপুটেশনের নামে হুল্লোড় চলে জঙ্গিপুর পশু চিকিৎসালয়ে। আগে থেকে কোন খবর না দেয়ায় ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ সুমন্ত হাজরা ঐ দিন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। শেষে পশু হাসপাতালের প্যাথলজিষ্ট, এল.ডি.এর. ওপর হম্বিতম্বি করে ফিরে আসেন নেতা বলে কর্মীরা জানান। এই ডেপুটেশনেও প্রেস ফটোগ্রাফারদের ঘাটতি ছিল না।

পুষ্করিণী লিজের বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৪১৮ সনের শ্রাবণ মাস হইতে ১৪২১ সনের আষাঢ় মাস পর্যন্ত ৩৬ মাসের জন্য লিজ দেওয়া হইবে বংশবাটী গ্রামের রাজুয়া পুষ্করিণী। যাহার জে.এল. নং-৪০, খতিয়ান নং-৩০১১, প্লট নং-৭৯৪১, আয়তন ৭৬৪ শতক। এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ২৭ শে আষাঢ় ১৪১৮ (ইং-১২/৭/২০১১ তারিখের মধ্যে আগ্রহী ব্যক্তিগণ দরপত্র জমা দিতে পারিবেন, নিম্নোক্ত ঠিকানাতে। শর্ত সমূহ : (১) ৩ (তিন) বৎসরের মোট মূল্য একত্রে এবং অগ্রিম চুক্তি পত্রের শক্ষরের সময় জমা দিতে হইবে। ২) দেবত্তর ট্রাষ্ট হইবার জন্য মাঃ চাষ ও ধরার কিছু শর্ত নিতে হবে। (৩) লিজ দেবার চূড়ান্ত ক্ষান্ত ট্রাস্টের সভ্যগণের মতামতের হইবে এবং ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সদস্য - এস.এন. রায় ট্রাস্ট, যোগাযোগ - বাসবকুমার মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট, মুর্শিদাবাদ, মোঃ-৯৪৩৪১৭৩৪৩৪।

Org. No.992 / MT Dated-02/07/2011

TENDER NOTICE

Sealed tender are invited by the Superintendent of Police Murshidabad for repair work of the Vehicle No.WB-26C/0002 which is enclosed there with for the current financial year from the reputed and capable supplier / contractor having trade license under other act rules, income tax, sales tax, professional tax clearance, VAT registration certificate etc. Tender Form, Rate schedule alongwith the terms and condition for tender are to be obtaining from the office of the undersigned. The last date of receiving application for Tender form is fixed on 09/07/2011 and the date of dropping tender is fixed on, 09/07/2011 upto 14.00 hrs. and the tender form will open on 09/07/2011 at 16.00 hrs.

SL.No.	Description of work
1.	All mudguard repairs with material
2.	Body inside chatal portion repair with material.
3.	Left side body damage portion repair with material.
4.	Right side body damage portion repair with material.
5.	Both Bumper Repair.
6.	All Seats repair with material.
7.	All gate repair with material.
8.	Full body colour touch-up.

1. Tender which should always be placed in sealed cover and address to the Superintendent of Police, Murshidabad with subscription, tender for Repair work of the Vehicle No. WB-26C/0002 for the current financial year. On the top and the name of the tender on the left hand side of the envelope will be receive opened on the same day by undersigned by any other responsible superior officer selected by the undersigned, in presence of the contractor or their representative who may like to be attend.
2. The undersigned has the right to reject any or all tender divided them amongst all the tender without assigning any reason whatsoever.
3. All the tender must be accompanied with all copies of certificate as mentioned.

Sd/-
Superintendent of Police
Murshidabad.

Memo No.-713 / Inf. / Msd. dt.5/7/11

ওজনে কম নিম্নমানের চাল দেয়ায়

(১ম পাতার পর)

দেন - যদি ওজনে কম ও নিম্নমানের চাল তদন্তে প্রমাণিত হয় তবে ডিলারকে সাসপেণ্ড করবেন। প্রতিশ্রুতি আদায় করে গ্রামবাসীরা শান্ত হন।

ভাগীরথীব্রীজের

(১ম পাতার পর)

জায়গার মতা নিয়ে কোন প্রশ্নও ওঠে না। প্রশ্ন - ঐ সব ব্যবসায়ীরা কিসের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলো ? উত্তর - ট্রেড ট্যাক্স রসিদের উপর ভিত্তি করে লকট্রিক কানেকশন কোন মতেই হতে পারে না। ল্যাণ্ড লর্ড না হলে বা জগার প্রকৃত দলিল না থাকলে এটা সম্ভব না। ব্রীজের নিচের ব্যবসায়ীরা কিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে আমি বলতে পারবো না। পি.ডবলিউ. হাইওয়ে ডিভিশন-১ এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস সরকার জান - ভাগীরথী ব্রীজের নিচের জবরদখল পূর্ত দপ্তর কিভাবে রোধ করবে। ব্রিজতরীর সময় এলাকার যে সব ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদের পুনর্বাসলে ওখানকার পুরসভা, মহকুমা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল। ব্রীজের নিচের জায়গা দখল করে যারা ব্যবসা চালাচ্ছেন, দাদাগিরি করছেন তাদের দেখবে পুলিশ ও প্রশাসন। ওখানকার এ্যাডমিনিসট্রেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল পুলিশ, এলাকার রাজনৈতিক নেতা ও কাউন্সিলারদের নিয়ে এই সমস্যার সমাধানে পূর্ত দপ্তর বসতে পারে এই পর্যন্ত। বকী দায়িত্ব স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী পদস্থদের। তবে ব্রীজের তলায় গ্যাস ওয়েলডিং বা সিলিণ্ডার ফিলিং এর ব্যবসা ফাঁদলে সেটা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। তবে এইসব সমস্যার সমাধান এমনভাবে করতে হবে যাতে ওখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না আসে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়। গাড়ীঘাট চত্বরে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের বসিয়ে সেখান থেকে তোলা আদায় করছে রঘুনাথগঞ্জ থানার এক প্রভাবশালী দালাল।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।